যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের জন্য স্টুডেন্ট ভিসা সংক্রান্ত পরামর্শ এবং তথ্যাদি

এলিজাবেথ পি. গোরলে
চীফ, কনস্যুলার সেকশন
যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস, ঢাকা

বাংলাদেশের যে সকল ছাত্রছাত্রী আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে যায়, যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস তাদেরকে স্বাগত জানায়। আমরা আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদেরকে স্বাগত জানাই এবং স্বাগত জানাই বিশেষ করে তাদেরকে যারা মাস্টার্স অথবা পিএইচডি কর্মসূচীতে ভর্তি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন শিক্ষা কর্মসূচীতে ভর্তি হবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদেরকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা লাভের যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে। স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন করার আগে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদেরকে গ্রুপে অথবা ব্যক্তিগতভাবে বনানীতে অবস্থিত আমেরিকান সেন্টারে যাবার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। (যোগাযোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য নিচে দেয়া হলো।)

প্রশ্ন: *স্টুডেন্ট ভিসা লাভে যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমার কি করা প্রয়োজন?*

উত্তর: একজন আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রের স্টুডেন্ট ভিসা লাভে যোগ্য কি না তা নির্ধারণ করতে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। প্রথমতঃ ছাত্রছাত্রীদেরকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের কোন নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে যা আপনি যে স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছেন সেখানকার একটি আই-২০ দ্বারা বোঝা যাবে। দ্বিতীয়তঃ, আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে প্রস্তাবিত শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য তাদের যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে। আবেদনকারীকে ইংরেজি ভাষায়ও অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে। সর্বশেষ, আবেদনকারীরা তাদের শিক্ষাগত লক্ষ্য পূরণের ব্যাপারে কতোটা আন্তরিক তাও পরিমাপ করা হবে। আবেদনকারীর এসব যোগ্যতা যাচাইকালে কনস্যুলার অফিসার

আরো বেশ কতোগুলো বিষয় বিবেচনা করবেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে যে শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য সে আবেদন করেছে, পূর্ববর্তী শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা, এবং ওই ছাত্রের বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ।

প্রশ্ন: *বর্তমানে আমি যুক্তরাষ্ট্রে একটি পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছি এবং সম্প্রতি আমি বিয়ে করেছি। আমার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যাবার জন্য আমার স্ত্রী যখন ভিসার জন্য আবেদন করে, তাকে ভিসা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এরকমটি কেন হলো?*

উত্তর: স্টুডেন্ট ভিসা এবং ছাত্রছাত্রীদের স্ত্রী/স্বামীদের ভিসার আবেদনপত্রে এ বিষয়টি অবশ্যই আলাদা আলাদাভাবে পরিষ্কার হতে হবে যে নিজেদের দেশের সাথে তাদের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় এবং যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা শেষে তাদের স্বদেশে ফিরে আসার ইচ্ছা রয়েছে। এই আইনগত চাহিদাটুকু মেটানো অনেক সময়ই ছাত্রছাত্রীদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়; মাঝে-মধ্যে আরো কঠিন হয়ে পড়ে ছাত্রছাত্রীদের স্ত্রী/স্বামীদের জন্য এ বিষয়টি প্রমাণ করা। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের জন্য যে সকল ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই স্টুডেন্ট ভিসা পেয়ে গিয়েছেন, বিয়ে করবার সময় তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে -- কারণ পূর্বেই স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়া ছাত্র ও ছাত্রীদের স্বামী বা স্ত্রী যে পরবর্তীতে ভিসা পেয়ে তাদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে পারবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

প্রশ্ন: *গত বছর আমার এক বন্ধু যুক্তরাষ্ট্রের একটি কলেজে ভর্তির সুযোগ পায় এবং তার ভিসা কিছু শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়। তবে ভিসার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে দুতাবাসের অতিরিক্ত এক মাস সময় লেগে যায়। ফলে আমার ওই বন্ধুটি কলেজে ভর্তির সুযোগ হারায় যেহেতু সে যথা সময়ে তার শিক্ষা কর্মসূচী শুরু করতে পারেনি। এই সমস্যা এড়াতে আমি কি করতে পারি?*

উত্তর: আপনি যে সমস্যাটির প্রসঙ্গ তুলেছেন তা দুর করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারও সচেষ্ট। ভিসার জন্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার দশ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছে। নতুন সফটওয়্যার দ্বারা পুরোনো কাগজপত্র-ভিত্তিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সম্পূর্ণভাবে ইলেক্ট্রনিক করা হয়েছে। একই সাথে আমরা ছাত্রছাত্রীদের ভিসার আবেদনকেও প্রাধান্য দিচ্ছি। আমরা ভিসা আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়েছি যে সময়ে ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার ১২০ দিন আগে ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবে। যাতে ভিসার জন্য যদি কোন অতিরিক্ত প্রসেসিং-এর প্রয়োজন পড়ে সেই সময়টুকু পাওয়া যায়। আমরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছি যে সারা বিশ্বের ছাত্রছাত্রীরা এবং এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম-সমূহের ভিজিটররা যাতে ভিসা সাক্ষাৎকারের সময়সূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় এবং তাদের আবেদনপত্রের প্রক্রিয়াকরণ যাতে দ্রুত হয়। ঢাকা-তে যে সব ছাত্রছাত্রীরা ভিসার জন্য আবেদন করে থাকে তাদের

সাক্ষাৎকারের সময়সূচী দুই কর্মদিবসের মধ্যে দেয়া হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ হয়ে যাবার পরে ভিসা ইস্যু হতে সাধারণত তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষাবিদদের স্বাগত জানানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে নিবেদিত তা বর্তমান পরিসংখ্যানেই প্রমাণিত। আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থী এবং এক্সচেঞ্জ ভিজিটর-রা যাতে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন বা গবেষণা কাজ চালাতে পারে সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর ২০০৬ সালে ৫ লক্ষ ৯০ হাজারেরও বেশি ভিসা ইস্যু করেছে। ভিসা প্রদানের এই হার তার আগের বছরের চেয়ে ১৪% বেশি এবং ২০০১-এ ভিসা প্রদানের যে সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি তার চাইতে ৫% বেশি। সারা বিশ্ব থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা স্বাগত জানাই কারণ এরাই হবে বিশ্ব নেতাদের পরবর্তী প্রজন্ম। ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া ও মেক্সিকোর সাবেক প্রেসিডেন্টগণ, জর্ডানের রাজা, জাতিসংঘের মহাসচিব, এবং বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ইয়াজুদ্দিন আহমেদ -- এরা সকলেই যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছেন।

[যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের জন্য গ্রুপে এবং ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে আমেরিকান সেন্টারের স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং সার্ভিস-এ। ঠিকানা: আমেরিকান সেন্টার, বাড়ি #১১০, সড়ক #২৭, বনানী; ফোন: ৮৮৩৭১৫০-৫৩; ইমেইল: DhakaPA@state.gov]

==========

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সম্পর্কিত নিবন্ধ **"আস্ক দি কনসাল" ধারাবাহিক-এর এটি চতুর্থ পর্ব।*

জিআর/ ১লা মার্চ, ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*